গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
আইন ও ভূমি অনুবিভাগ
ভূমি শাখা

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক সরকারিভাবে স্থাপিত পানির ট্যাংক এর জায়গা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য সংস্থাকে ইজারা দেয়া এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেলভূমি হতে রেলওয়ের স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৯.০৫.২০২৩ তারিখ সোমবার বেলা ১২.০০ টায় অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	২৯.০৫.২০২৩
সভার সময়	বেলা ১২:০০ টা
স্থান	রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ, রেলভবন, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি)-কে সভার আলোচ্য বিষয় বিস্তারিত তুলে ধরার জন্য অনুরোধ জানান।

২। সচিব মহোদয়ের অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (আইন ও ভূমি) সভার আলোচ্যসূচি তুলে ধরেন।

৩। জনাব মোঃ কামরুল আহসান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন, চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ ডেবারপাড়স্থ বিরোধের বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান রয়েছে। বিষয়টি চূড়ান্তভাবে সুরাহা হওয়া প্রয়োজন।

৪। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে বলেন আলোচ্য বিষয়ে অনেক সভা অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সভার সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে দ্রুত সুরাহা হওয়া প্রয়োজন মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। অত:পর তিনি জনাব মোঃ সাবিদুর রহমান, ডিআরএম, চট্টগ্রাম-কে সভায় বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানান।

৫। জনাব মোঃ সাবিদুর রহমান, ডিআরএম, চট্টগ্রাম সভায় পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরেন। তিনি সভায় জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের মালিকানাধীন আগ্রাবাদ ডেবার পশ্চিম-উত্তরাংশের রেলভূমি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক) কর্তৃক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এ্যাসোসিয়েশনসহ অন্য একটি সংস্থাকে ভূমি ইজারা/লীজ দেওয়া হয়। লীজ/ইজারাকৃত ভূমি সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বুঝিয়ে দিতে গিয়েই রেলওয়ে ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে বর্তমান বিরোধের সূত্রপাত হয়। অতঃপর তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, আগ্রাবাদ ডেবা ও ডেবার পাড়স্থ ২৭.১৯৪ একর ভূমি আপোষ-বন্টনে রেলের মালিকানা, দখল ও নিয়ন্ত্রণে থাকার পরও ভুলবশত সর্বশেষ বিএস জরিপে ২৭.১৯৪ একর ভূমির মধ্যে ১৮.৯২ একর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। তিনি আরও জানান যে, বিআর এবং চবকের মধ্যে ভূমি বিরোধ নিয়ে ৩য় যুগ্ম জেলা জজ আদালত, চট্টগ্রাম-এ ৪৩/২০০৭ নম্বর রেকর্ড সংশোধন মামলা বিচারাধীন যা স্বাক্ষীর পর্যায়ে রয়েছে। ডেবা ও ডেবার পাড় সংলগ্ন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নামে ভুলবশত

রেকর্ডকৃত বিএস ১৬/১ নম্বর খতিয়ানের বিরুদ্ধে মামলা রুজ্জু প্রক্রিয়া চলমান আছে।

৬। জনাব মোহাম্মদ শহীদুল আলম, সদস্য (অর্থ), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান যে, আগ্রাবাদ ডেবারপাড়স্থ আলোচ্য ভূমির বিএস [১৯৭০-৮৫ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত] রেকর্ড চবকের নামে চূড়ান্ত প্রচার (পাবলিশড্) হয়েছে। তিনি আরো জানান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের নামে রেকর্ডকৃত ভূমি ব্যতীত অন্য কোনো ভূমি লিজ প্রদান করা হয়নি।

৭। জনাব জিল্লুর রহমান, ভূমি ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সভাপতির অনুমতিক্রমে আগ্রাবাদ ডেবার পাড়স্থ জমি নিয়ে বন্দর ও রেলওয়ের মধ্যে সৃষ্ট জটিলতার বিষয়ে পাওয়ার পন্টের মাধ্যমে সভায় বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান যে ডেবারপাড়স্থ আলোচ্য জমি বিএস [১৯৭০-৮৫ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত] ভূমি রেকর্ডে চবকের নামে চূড়ান্ত প্রচার (পাবলিশড্) হয়েছে। আগ্রাবাদস্থ ডেবা ও পশ্চিম পাড়ের ভূমি উন্নয়ন কর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে।

৮। জনাব সুজন চৌধুরী, প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম আলোচনায় অংশ নেন। তিনি বলেন আগ্রাবাদ ডেবা ও ডেবার পাড়স্থ ২৭.১৯৪ একর ভূমি আপোষ-বন্টনে রেলের মালিকানা, দখল ও নিয়ন্ত্রণে থাকার পরও ভুলবশত সর্বশেষ বিএস জরিপে ২৭.১৯৪ একর ভূমি মধ্যে ১৮.৯২ একর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। বিষয়টি অবগত হওয়ার পর বিএস রেকর্ড সংশোধনের নিমিত্ত মামলা প্রক্রিয়াধীন। মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত বিরোধপূর্ণ জায়গাটি স্থিতাবস্থায় থাকা উচিৎ বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

৯। সভায় আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

ক্রম	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.	আগ্রাবাদ ডেবা ও ডেবার পাড়স্থ ২৭.১৯৪ একর ভূমি আপোষ-বন্টনে রেলের মালিকানা, দখল ও নিয়ন্ত্রণে থাকার পরও ভুলবশত সর্বশেষ বিএস জরিপে ২৭.১৯৪ একর ভূমির মধ্যে ১৮.৯২ একর ভূমি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ড হয়ে যাওয়ায় রেকর্ড সংশোধনের মামলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বাংলাদেশ রেলওয়ে
২.	চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিরোধপূর্ণ স্থানে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে উভয় পক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

১০। অতঃপর সভায় আর কোনো আলোচ্যসূচি না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০০৯.২৭.০২৫.২০-১৬১

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪৩০
২৬ জুন ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ;

২) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম;

৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা;

৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা;

৫) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম;

৬) যুগ্ম মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা;

৭) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম;

৮) উপসচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা;

৯) বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা; এবং

১০) উপপরিচালক, ভূ-সম্পত্তি শাখা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।

১১) অনুলিপি সদয় অবগতির নিমিত্ত (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা;

১৩) সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা [সভার কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ[;

১৪) অফিস কপি।

ওয়াহেদুর রশীদ
সহকারী সচিব